দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... 6...

শিক্ষা ক্ষেত্রে এটা কি কাম্য হতে পারে

আমাদের দেশে নতুন একটি সিস্টেম চালু হয়েছে। আর সেটি হল এসএসসির প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ের জন্য স্যারদের ৫০ টাকা হারে চার বিষয়ে মোট ২০০ টাকা দিতে হয়। এক টাকা কম দিলেও তারা টাকা নেবেন না। তার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীকে এই বলে ধমক দেয়া হয় যে, লাল কালির দাগ পড়ে যাবে এবং ছাত্র-ছাত্রীকে ভয় দেখানোর জন্য তাদের রোল নাম্বরটি সযত্নে লিখে নেয়া হয়। যাওয়ার সময় বলা হয়, নাম্বার আমাদের হাতে। ফলে, সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর মন খারাপ হয়ে যায়। যদি কোন ছাত্র/ছাত্রী বলে– স্যার, আমি সব মুখস্থ দিতে পারব। তখন আমাদের স্বনামধন্য শিক্ষকরা বলেন, কেমন প্রশ্ন করতে হয় তা আমাদের জানা আছে। পরীক্ষায় ঘোড়ার ডিম পাবে।

উল্লেখ্য, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা প্রতি বিষয়ে ৫০ টাকার বিনিময়ে ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষায় সুবিধা দিয়ে থাকেন। ফলে, কোন অভিভাবক এ ব্যাপারে মাথা ঘামান না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরকম অবৈধ উপায়ে টাকা নেয়া কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? এই

...দেশ ও শোষণের একটি অপমাধ্যম হিসেবেই ব্যান্ডসঙ্গীত আবির্ভূত হয়েছে। বিশ শতকের গোধূলি লগ্নে এই পাললিক বাংলাদেশে ব্যান্ডসঙ্গীত শীর্ষক প্রপঞ্চটির একটি আনুপূর্বিক সমীক্ষা ও পর্যালোচনা মননশীলদের জন্য অনিবার্য। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই প্রবন্ধের সবিনয় উপস্থাপনা।

২. বাংলাদেশের ব্যান্ডসঙ্গীত : অনুকরণ ও অবক্ষয়ের বিবর প্রকরণ (১৯৭২-বর্তমান/২০০২ খৃঃ)

ব্যান্ডসঙ্গীতের বর্তমান প্রবাহ প্রকৃত অর্থে কোন দেশজ ঐতিহ্য সম্ভূত নয়। এই সঙ্গীতধারার উৎস ও প্রেরণা সুস্পষ্টভাবে পাশ্চাত্য পপ সংস্কৃতি। বাংলাদেশের গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতির মূলধারা অথবা ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক ক্ষমতা কাঠামোর উপজাত হিসেবে এই পাললিক নদী বিধৌত সমতটে যে যৎসামান্য নাগরিক শীলিত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে মূলত মধ্যবিত্ত ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর নেতৃত্বে; এদের কোনটির সঙ্গেই সমকালীন ব্যান্ডসঙ্গীতের আঙ্গিক (Organic) অন্বয়সম্বন্ধ নেই। বিশ্বায়নের মাধ্যমে মুক্তবাজার অর্থনীতি যেমন পাশ্চাত্য থেকে তৃতীয় বিশ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর, ঠিক যেন তার সাংস্কৃতিক রূপ হিসেবে পাশ্চাত্য পপ সংস্কৃতি, কৃত্রিমভাবে তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতির ভুবনে একটি ওপরতলীয় অবস্থান নিয়ে, তৃতীয়বিশ্বের স্বকীয়, মৌলিক ও আঙ্গিক সংস্কৃতির অন্তর্ঘাতের

তমিজ উদ্‌দীন লোদী